দৈনিক সংবাদ

তারিখ 12 DEC 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

13

বাংলা পাঠ্য পুস্তক চাই

সৈয়দ আলী কবীর

আমি পাঠ্যপুস্তক বলতে মূলতঃ উচ্চ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকের কথা বলছি। আমার ধ্যানে আছে অনার্স, এম, এ ও এম, এস, সি শ্রেণীর বা সমমানের শিক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তক। আমাদের দেশে উচ্চ মাধ্যমিক ও এমনকি পাস কোর্সের জন্য পাঠ্যপুস্তক মোটামুটি তৈরী হয়েছে। তাদের অনেকগুলোর মান ভালই। কিন্তু তার চেয়ে উচ্চতর শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকের দুর্ভিক্ষ আছে। ছেলেমেয়েরা আজকাল বাংলার মাধ্যমে পরীক্ষা দেয়। কিন্তু বইগুলো প্রধানতঃ ইংরেজীতে। ফলে তাদের পড়তে অসুবিধা হয়। নকলের প্রবণতা বাড়ে।

উচ্চশ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকের বিশেষত্ব আছে। সেখানে পাঠ্যপুস্তককে এক-আধটা বই-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। কোন বিষয়ে একজন ছাত্রকে অসংখ্য বই পড়তে হতে পারে। বিভিন্ন বিষয়ের জন্য বিভিন্ন বই পড়তে হয়। আর পাঠ্য বই ছাড়াও বিভিন্ন বই পড়তে হয় রেফারেন্স বই হিসেবে। যে যত পড়বে ও পড়া হজম করতে পারবে সে তত উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করতে পারবে। উচ্চ শিক্ষার বই-এর প্রয়োজনের পরিধির কথা মনে রেখে দু'রকমের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। এক, পাঠ্যপুস্তক হিসেবে বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক বই লিখিত হওয়া উচিত। দুই, প্রচুর অনুবাদের প্রয়োজন।

প্রথমে আসা যাক ধরাবাঁধা মূল পাঠ্যপুস্তকের কথায়। যাকে basic text book বলা হয়। এককথায় উচ্চ শ্রেণীর জন্য তার সংজ্ঞা দেয়া কঠিন। তবে ওই জাতীয় পাঠ উপযোগী গ্রন্থ পৃথিবীময় প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। স্যামুয়েলসন, লিপসি, বোমল ও অনেক লেখক অর্থনৈতিক থিওরির ওপর সার্থক বই লিখেছেন। অনার্সের ছেলেমেয়েদের জন্য ওই ধরনের বই প্রয়োজন। আমাদের দেশে সমমানের বই লেখা উচিত। বাংলাদেশে বহু যোগ্য ব্যক্তি আছেন যাঁরা সে সব বই লিখতে পারেন। তার জন্য সময়, ধৈর্য ও পরিশ্রম চাই। আর একটা বিকল্প হচ্ছে কিছু ভালো প্রচলিত বিদেশী পাঠ্যপুস্তক অনুবাদ করা। তার জন্য অবশ্য মোটা রয়ালটি দিতে হবে। বলাবাহুল্য আমাদের বিবেচনা করতে হবে যে, কোন্ বইটি অনুবাদ করা হবে বা ওই জাতীয় বই আমাদের লেখক লিখতে পারবেন কিনা। কিন্তু দুটো পথ ধরেই এগুতে হবে।

উচ্চ শ্রেণীতে অনেক বই পড়ানো হয় বা পড়তে হয় যা ক্লাসিকসের পর্যায়ে চলে গিয়েছে। সে সব বই অনুবাদ করা অবশ্য কর্তব্য। এইক্ষেত্রে কিছু কিছু অনুবাদ হয়েছে। কিন্তু প্রচুর বই অনুবাদের প্রয়োজন। প্লেটোর রিপাবলিক বা রুশোর সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট বাংলায় পাওয়া যায়। কিন্তু বহু বই আছে, যা অনূদিত হয়নি, যদিও হওয়া উচিত। উপরন্তু বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অনেক ক্লাসিকধর্মী লেখা বেরিয়েছে। সেগুলোর অনুবাদ প্রয়োজন। যথা তিন খণ্ডে প্রকাশিত ইকনমিক সার্ভে একটা অসাধারণ গ্রন্থমালা যার অনুবাদ প্রয়োজন। বা অর্থনীতির ওপর অনেক মূল্যবান সংকলন বেরিয়েছে। 'রিডিংস' সিরিজে প্রাইস থিওরি, বিজনেস সাইকেলস ও মনিটারি থিওরির ওপর বই আছে। এই সিরিজের বহু লেখা অনুবাদযোগ্য। অনেক লেখার কপিরাইটের সময়ও নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। তবে হোক না হোক এই সব লেখা পড়তে হয়। তাদের অনুবাদ ছাত্রদের জন্য প্রয়োজন।

জ্ঞান আহরণ বহমান নদীতে অবগাহন করার মত। প্রচুর নতুন নতুন বই প্রকাশিত হচ্ছে। তাদের মধ্যে থেকে অনেক কিছু বেছে বেছে অনূদিত হওয়া উচিত। নইলে আমরা পৃথিবীতে জ্ঞানের বিকাশের সংগে তাল রাখতে পারবো না।

উচ্চ শিক্ষার উপযোগী বাংলায় গ্রন্থ তৈরীর জন্য আমাদের কিছু নীতির প্রয়োজন। তার অন্যতম উদ্দেশ্য হবে নির্ধারণ করা আমরা কোন্ জাতীয় বই তৈরী করবো এবং কোন জাতীয় ও কোন্ বই অনুবাদ করবো। এই সব বিষয়ে মতামত আসা উচিত বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান থেকে। শিক্ষার প্রতিটি শাখা মতামত পাঠাবে। সেই মতামতের ওপর ভিত্তি করে গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদের জন্য পদক্ষেপ নেয়া হবে। মোটামুটি একটা ঝোঁক থাকা প্রয়োজন যে, আগামী দু'তিন বছরের মধ্যে আমরা বই দ্বারা দেশের বাজার ভাসিয়ে দেবো। অন্ততঃ অতি মূল্যবান গ্রন্থসমূহ অনুবাদের ব্যবস্থা করতে পারবো।

উচ্চ শ্রেণীর বই তৈরীর ব্যাপারে অনেক অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা আছে। সবচেয়ে বড় কথা বই এর বাজার সীমিত। প্রকাশকরা তাই উচ্চ শ্রেণীর বই ছাপাবার ব্যাপারে উৎসাহ পান না। একই কারণে শিক্ষকদের লেখার ব্যাপারে উৎসাহ নেই। যে বই-এর বাজার নেই তার জন্য কে পারিশ্রমিক দেবে? অতএব উচ্চ শ্রেণীর বই রচিত হয় বাংলা একাডেমীর আনুকূল্যে। কিন্তু আমাদের বাংলা বই তৈরীর প্রচেষ্টা যত হওয়া উচিত ততটা নেই। বাংলা একাডেমী যে বই প্রকাশ করছে তার মধ্যে গুটিকয়েক উচ্চ শিক্ষার জন্য। তারা বাংলা ভাষার ঐতিহ্যকে উদঘাটন করার জন্য বিরাট অবদান রেখেছে। কিন্তু বাংলাকে আধুনিক ও উচ্চ শিক্ষার বাহন করার ব্যাপারে তাদের অবদান খুব একটা বেশী নয় বললে বোধহয় অত্যুক্তি করবো না।

উচ্চ শিক্ষার জন্য বই রচনার ব্যাপারে বাংলা একাডেমীর একটা ভূমিকা আছে, কিন্তু সম্ভবতঃ তাদের একার ওপর নির্ভর করা সমীচীন হবে না। এই ব্যাপারে বরঞ্চ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের একটা বলিষ্ঠ ভূমিকা থাকা উচিত। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালোমন্দের সঙ্গে জড়িত। তারা বোধহয় তাদের যত ভালো বুঝবে, অন্যরা তত বুঝবে না। তবে মঞ্জুরি কমিশনের এই কাজের জন্য নিজস্ব অবকাঠামো তৈরী করতে হবে। মঞ্জুরি কমিশনের বই তৈরীর ব্যাপারে নিজের ভূমিকাকে চিহ্নিত করতে হবে। যথা তাদের বই ছাপাবার দায়িত্ব নেয়া উচিত হবে না। কিন্তু নির্বাচিত বই প্রকাশনার ব্যবস্থা করবে। প্রকাশককে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য দেবে। ভর্তুকি নির্ধারণ করবে। গ্রন্থরচয়িতা বা অনুবাদককে পারিশ্রমিক দেবে। বিদেশের বই-এর জন্য রয়ালটি দেবে। প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বই প্রকাশের জন্য অর্থ প্রদান করবে। তারা অর্থ পেলে নিজে বই ছাপাবার ব্যবস্থা করতে পারবে। বই লেখার ব্যাপারে উৎসাহ দেবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের ছ'মাসের জন্য বিশেষ ছুটি দেয়ার ব্যবস্থা করলে বোধহয় ভালো হয়। এই ছুটির জন্য অন্য ছুটি কাটা যাবে না। ছুটির বেতন মঞ্জুরি কমিশন বহন করবে।

উচ্চ শিক্ষার বই তৈরীর জন্য কি পদক্ষেপ নেয়া উচিত, সে বিষয়ে বিবেচনা করার জন্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে দায়িত্ব দিতে পারে। তারা কয়েকটি কমিটি তৈরী করে নির্ধারণ করতে পারে যে বিষয়টির ওপর কি পদক্ষেপ নেয়া হবে। কমিটি তৈরী হবে বিভিন্ন অনুষদের বই-এর সমস্যা আলোচনা করার জন্য ও বাজেট নির্ধারণ করার জন্য। বিভিন্ন সাব-কমিটির সংগে আলাপের ভিত্তিতে কমিশন শিক্ষা গোষ্ঠীর সংগে আলাপ করে উচ্চ শিক্ষার জন্য

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 12 DEC 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

বই তৈরীর উদ্দেশ্যে সরকারকে প্রস্তাব দিতে পারে যাতে সামনের বাজেটে তার জন্য অন্ততঃ পাঁচ কোটি টাকা পাওয়া যায়।

যেসব দেশ নিজের ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে তারা নিজের ভাষায় বই রচনার ও অনুবাদের জন্য প্রচুর উদ্যোগ নেয়। আমরা বাংলা ভাষা নিয়ে যতটা আবেগ ও উত্তেজনা দেখিয়েছি, তাকে উচ্চ শিক্ষার উপযুক্ত বাহন করবার ব্যাপারে ততটা তৎপর হইনি। যেখানে বই-এর বাজার বড় সেখানে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন টেক্সট বই রচিত হয়েছে। সেসব বই ছাত্রদের আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। প্রমাণিত হয়েছে যে, বাংলা শিক্ষার উপযুক্ত বাহন। বাংলায় অনেক প্রতিশব্দ চালু হয়ে গিয়েছে ও সবাই তাকে গ্রহণ করেছে। কিন্তু উচ্চ শিক্ষায় যাওয়ার পর জ্ঞানের অনেক গভীরতার প্রয়োজন। খনিতে হাত ডুবিয়ে প্রচুর রত্নের অনুসন্ধান করতে হয়। তার জন্য বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন।

উচ্চ শিক্ষায় যেতে গেলে নিজের ভাষা ছাড়া অন্য ভাষার সাহায্যও গ্রহণ করতে হয়। আমাদের ঐতিহ্যগত কারণে ইংরেজীর সাহায্য আমরা নেবো। কিন্তু যারা ইংরেজীতে দাঁত ফোটাতে পারে না, তাদের জন্য একটা সুযোগ তৈরীর প্রয়োজন। যারা পারে তারা ইংরেজী বই পড়ুক। সেখান থেকে জ্ঞান আহরণ করুক; কিন্তু যারা সে জগতে যেতে চায় না বা পারে না, তাদের সেখানে যেতে বাধ্য করা ন্যায়ধর্ম হবে না।

বাংলাদেশ উপমহাদেশের সৌভাগ্যবান জাতি। আমরা এক জাতি, এক ভাষা। আমাদের ভারত বা পাকিস্তানের মতো দেশের সংহতির জন্য বিদেশী ভাষাকে আঁকড়ে থাকার প্রয়োজন হয় না। আমাদের নিজেদের ভাষাকে জ্ঞান সাধনার জন্য যতো ব্যবহার করবো, ততই দেশের সাধারণ মানুষকে জ্ঞানের জগতের সংগে পরিচিত করবো। ও সেই সংগে বই-এর বাজারও প্রসারিত হবে।

কলকাতা বাংলা বই-এর ব্যবসার একটা বড় কেন্দ্র। সেখানে উচ্চ শিক্ষার যে বই পাওয়া যায় তা আমরা উদারভাবে আমদানী করলে ভালো করবো। বরঞ্চ তাদের যে বই নেই, সে সব বই আমরা অনুবাদ করার উদ্যোগ নিতে পারি ও কলকাতার বাজারে প্রবেশ করবার জন্য উদ্যোগ নিতে পারি। বই-এর ব্যবসা জমজমাট হলে দু'পক্ষে বই-এর লেনদেন হবে। তবে ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে উভয়েরই শিথিল করতে হবে।

বাংলা ভাষাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে উচ্চ শিক্ষার জন্য বই তৈরী করা একান্ত প্রয়োজন। এই কাজকে অবহেলা করা যায় না।

উচ্চ শিক্ষার জন্য যে গ্রন্থ প্রস্তুত করা হবে সমাজে তার বিস্তৃত ফল থাকবে। এক বিষয়ের গ্রন্থ আর এক বিষয়ের মানুষ পড়বে। যে সব মানুষ সময়ে উচ্চ শিক্ষা পায়নি বা নেয়নি, তারাও বই পড়ে উচ্চ শিক্ষার ফসল কুড়োবার সুযোগ পাবে। একবার পড়ার নেশায় ভূতে পেলে, মানুষ পড়েই চলবে। তখন উচ্চ শিক্ষার মহাসমুদ্রে সাঁতার কাটার জন্য ইচ্ছা হলে অন্য ভাষাও শিখবে।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ও পরবর্তীকালে আমাদের স্বাধীনতার পর বাংলার দ্বার খুলে গিয়েছে। বাংলাকে উচ্চ শিক্ষার উপযুক্ত বাহন করে, সে দ্বার আরও অনেক প্রসারিত করতে হবে, দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কল্যাণের জন্য।

কেমন করে বাংলা ভাষাকে উচ্চ শিক্ষার উপযুক্ত বাহন করা যায়, সে বিষয়ে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে ব্যাপকভাবে আলোচিত হলে ভালো হয়। অবশ্য ব্যাপারটা দু'একটা ফেব্রুয়ারীতে সম্পন্ন হবার কথা নয়। কিন্তু একটা বড় রকমের উদ্যোগ সামনে ফেব্রুয়ারী মাসে নেয়া প্রয়োজন। উচ্চ শিক্ষার সংগে জড়িত সুধীমহল ও ছাত্রবৃন্দ বিষয়টাকে গুরুত্ব দিলে দেশের মংগল করবেন।